ECON FAQ

YOU WANT TO KNOW ABOUT?

রি এডমিশন	কোর্স ইম্প্রুভমেন্ট	সিজিপিএ

রি এডমিশন

READMISSION

☐ রি এড কোন কোন কারনে দেয়া হয়?

প্রথম থেকে দ্বিতীয় বর্ষে উঠলে গড়ে CG 2.00 না থাকলে রি এড নিতে হয়।

দ্বিতীয় হতে তৃতীয় বর্ষে উঠলে গত চারটি সেমিস্টারে গড়ে CG 2.25 না থাকলে দ্বিতীয় বর্ষে আবার রি এড নিতে হয়।

তৃতীয় হতে চতুর্থ বর্ষে উঠলে একইভাবে গত ছয়টি সেমিস্টারে গড়ে CG 2.5 না থাকলে রি এড নিতে হয়।

এছাড়া কেউ তার ফলাফল নিয়ে সন্তুষ্ট না থাকলে ফলাফল বাতিলের জন্য বিভাগে আবেদন করে সেই বর্ষে আবার রি এড নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কারো প্রথম হতে দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার সময় CG 2.05। সে এখন চাইলেই প্রথম বর্ষের ফলাফল বাতিল করে আবার প্রথম বর্ষে ভর্তি হতে পারবে।

☐ রি-অ্যাড কি পুরো কোর্স আবার ক্লাস করে সব পরীক্ষা আবার দেওয়া?

হ্যা, সম্পূর্ণ চারটি কোর্সই আবার সম্পন্ন করতে হয়। রি এডমিশন মানে একই বর্ষে পুনরায় ভর্তি হওয়া। যেমন: কেউ যদি প্রথম সেমিস্টারে কোন কোর্সে অকৃতকার্য হয়ে দ্বিতীয় সেমিষ্টারে উত্তীর্ণ হতে না পারে, তাহলে সে পরবর্তী বছর আবার শুরু থেকে প্রথম সেমিস্টারে পুনরায় পড়া শুরু করবে।

☐ রি এড নিলে কি তা সার্টিফিকেটে উল্লেখ থাকে?

সরাসরি উল্লেখ থাকে না। এটি নিয়ে দুশ্চিন্তার কারন নেই।

কোর্স ইম্প্রুভমেন্ট

COURSE IMPROVEMENT

☐ ইম্প্রুভমেন্ট দিলে সেই কোর্সে 3.0 এর বেশি দিবে না এমন নিয়ম আছে? আবার কোনো কোর্সে 3.0 পেলে ইম্প্রুভমেন্ট দেওয়া যাবে না এমন নিয়ম কি আছে?

কোন কোর্সে 3.0 বা এর কম থাকলে ইম্প্রুভমেন্ট দেয়া যায়। সেশনালে ভালো করলে আর ইম্প্রুভমেন্ট দিয়ে ফাইনালে ভালো করলে প্রাপ্য ফলাফলই দিবে।

☐ ইমপ্রুভমেন্ট আর রিটেক এই দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি?

ইম্প্রুভমেন্ট এবং রিটেক অনেকটা একই। ইম্প্রুভমেন্ট হচ্ছে কোন কোর্সে পাশ করলেও ওই কোর্সে জিপি ৩.০০ বা তার চেয়ে কম হওয়ায় ওই কোর্সের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা আরেকবার দেয়া। আর রিটেক এর ক্ষেত্রে, যদি কেউ একটি কোর্সে ফেইল করে কিন্তু ওভারঅল সিজিপিএ এর কারণে পাশ করে যায় সেক্ষেত্রে পরবর্তী বছরে রিটেক দিয়ে পাশ করতে পারে। রিটেক পরবর্তী দুই বছর অর্থাৎ ইমিডিয়েট পরবর্তী ২ ব্যাচের সাথে দেয়া যায়। কারো যদি ২য় বারেও পাশ না আসে সেক্ষেত্রে ৩য় বছর আবেদন করে ও ডীনস ফাইন (১০০০০ টাকা) দিয়ে আরেকবার রিটেক দিতে পারবে।

জেনে রাখা ভালো যে, ইমপ্রুভমেন্টের আওতায় শুধুমাত্র ফাইনালের 50 নম্বর পড়ে, সেশনালের 50 নম্বরের কোন ইমপ্রুভমেন্ট দেয়ার সুযোগ নেই। ইমপ্রুভমেন্ট শুধুমাত্র immediate পরের বছরেই দেয়া যায়। অর্থাৎ আপনি যদি ২০২১ সালে ১ম বর্ষে থাকেন এবং ২০২২ সালে দ্বিতীয় বর্ষে থাকেন, সেক্ষেত্রে আপনি প্রথম বর্ষের কোন কোর্সের ইমপ্রুভমেন্ট দেয়ার সুযোগ শুধুমাত্র ২০২২ এই পাবেন, পরবর্তীতে ২০২৩ সালে দেয়ার সুযোগ পাবেন না।

☐ প্রথম বর্ষের একটি কোর্সের ইম্প্রুভমেন্ট কি তৃতীয় বর্ষে ওঠার পর দেয়া যাবে?

না (যদি পাশ করে থাক ওই কোর্সে) । পাশ করে থাকলে বর্তমান প্রথম বর্ষের সাথেই দেয়া যাবে যদি তুমি ২য় বর্ষে থাক, কারণ এরপর আর দেয়া যাবে না। অর্থাৎ নিজের ব্যাচের ইমিডিয়েট পরের ব্যাচের সাথেই শুধু দেয়া যাবে। এক হাজার টাকা এক্সট্রা ফি দিতে হবে।

তবে, ফেইল করলে পরবর্তী দুই ব্যাচের সাথে (তুমি ১৪তম ব্যাচ হলে ১৫ ও ১৬ ব্যাচের সাথে দিতে পারবে) এক হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে দেয়া যাবে। তাও অকৃতকার্য হলে তৃতীয়বার দশ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে আবার দিতে হবে।

☐ ইম্প্রুভমেন্ট কি আলাদা প্রশ্নে হবে? পরবর্তী ব্যাচের ফাইনালের সাথে একসাথেই দিতে হবে?

পরবর্তী ব্যাচের ফাইনালের সাথে একই প্রশ্নে পরীক্ষা হবে।

☐ ইম্প্রুভমেন্ট দেয়ার পদ্ধতি কী? কোথায় আবেদন করা লাগে? কী কী ফর্ম পূরণ করতে হয়?

১. student.eis.du.ac.bd এই ওয়েবসাইটে গিয়ে রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে নিজের আইডিতে লগ ইন করতে হবে।

২. ফলোন্নয়ন (Improvement) অপশনে গিয়ে নির্ধারিত ফর্মটি পূরণ করতে হবে। ফর্মে আপনি যেই সেমিস্টারের ফাইনাল পরীক্ষা দিবেন সেটি বাছাই করুন। উল্লেখ্য যে, ডীনস ফাইন শুধুমাত্র তৃতীয় বার ফলোন্নয়ন পরীক্ষার জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ কোন কোর্সে ফেল করার পর, পরের ২ ব্যাচের সাথে রিটেক পরীক্ষা দিতে পারবে ডীনস ফাইন ছাড়াই। তৃতীয়বার ডীনস ফাইন (দশ হাজার টাকা জরিমানা) দিয়ে আবার দিতে হবে।

৩. তারপর 'ফি প্রদান' অপশনে গিয়ে নিজের পছন্দমতো মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে। নির্ধারিত পরীক্ষার ফি এখানে উল্লেখ করা থাকবে। ফর্ম পূরণ করার পরে তখনই কিংবা পরবর্তীতে যেকোনো দিন এই ফি জমা করতে পারবেন।

৪. আবার eco.du.ac.bd এই সাইটে “Student Log-in” করে এরপর, 'ফর্ম ফিল-আপ' অপশনে গিয়ে আপনি যেই সেমিস্টারের ফলোন্নয়ন (Improvement) পরীক্ষা দিবেন, সেই সেমিস্টার নির্বাচন করে নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করবেন।

৫. পরবর্তীতে ডিপার্টমেন্টের নোটিশ অনুযায়ী আরেকটি ফি সোনালী ব্যাংকে জমা করতে হবে। আর এই রিসিট ডিপার্টমেন্টে জমা দিতে হবে। অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং নির্ধারিত ফি ডিপার্টমেন্টে নোটিশের মাধ্যমে জানানো হবে।

☐ ইমপ্রুভমেন্ট দিলে কি আগের রেজাল্ট বাতিল হয়ে যাবে? নাকি বেস্ট ওয়ান কাউন্ট হবে?

বেস্ট ওয়ান নেয়া হবে।

সিজিপিএ

CGPA

☐ কোনটি সঠিক পদ্ধতি ? -

দ্বিতীয় সেমিস্টারের CGPAএর সাথে তৃতীয় সেমিস্টারের GPA যোগ করে দুই দিয়ে ভাগ ?
অথবা
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সেমিস্টারের GPA যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ?

শেষের পদ্ধতিটি (*প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় সেমিস্টারের GPA যোগ করে তিন দিয়ে ভাগ*)। যতগুলো সেমিস্টার সম্পন্ন হয়েছে সেগুলোর জিপিএ যোগ করে সেমিস্টারের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে।

তবে এতেও কিছু ত্রুটি রয়ে যায়। উত্তম হচ্ছে, প্রত্যেক সেমিস্টার এর চার টি কোর্স ধরে, যে কয়টি সেমিস্টার এর গড় সিজি (CGPA) হিসাব করা হচ্ছে, সেই কয়টি সেমিস্টার এর মোট কোর্স সংখ্যা দিয়ে মোট সিজি কে ভাগ দেয়া

যেমন একটি উদাহরণ দেই,

ধর তুমি এখন ৩য় সেমিস্টার এর রেজাল্ট পেয়েছ, তোমার সিজি হিসাবের পদ্ধতি টি হচ্ছে,

৩য় সেমিস্টার পর্যন্ত যেই মোট ১২ টি কোর্স (প্রত্যেক সেমিস্টার এ ৪ টি কোর্স),
সেই ১২ টি কোর্স এর প্রত্যেক কোর্সে তুমি যেই গ্রেডপয়েন্ট পেয়েছ, এর মোট যোগফল কে ১২ দিয়ে ভাগ।
এভাবে তুমি তোমার গড় সিজি পেয়ে যাবে।

☐ সিজিপিএ কত থাকা ভালো?

সিজিপিএ কত রাখা ভালো এটি ছাত্র-ছাত্রীরা কোন বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে তার উপর নির্ভর করে। যদি কারো লক্ষ্য হয় দেশের বাহিরে পড়তে যাওয়া সেক্ষেত্রে কমপক্ষে 3.5 রাখা উত্তম। কারো লক্ষ্য যদি হয় দেশের সেরা থিঙ্কট্যাঙ্ক গুলোতে কাজ করা তাহলে 3.7 এর উপরে রাখা ভালো।